Chirokaler Banglabhasa – Nandadulal Archarya
কৃত্তিবাস নবপর্যায় - চিরকালের বাংলাভাষা - নন্দদুলাল আচার্য

পাতার দিকে তাকিয়ে আছি,
তাকিয়ে আছি জলের দিকে।
গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম,
পুরানো সেই শ্যামাঙ্গীকে।

একা একাই বসে আছেন,
পায়ের তলায় জলের সিঁড়ি।
তেমনি রোগা, আলগা খোঁপা,
হাসির আভায় সেই মাধুরী।

অথচ তার চোখের তারায়,
আগুন ? না কি কিরণ মালা ?
মোহন যাকে দগ্ধ করেন,
তিনিই বোঝেন কি তার জ্বালা।

ও বন্ধুনী, কোথায় তুমি,
কোন নটিনীর নাচের দলে ?
স্নান সারা কি হয়নি আজো,
পঞ্চকোটের ঝর্নাতলে ?

এসো, এবার ভাত বেড়ে দাও,
অলিঞ্জরে মেটাও তৃষা
আমার দুঃখী বর্ণমালা,
চিরকালের বাংলাভাষা

Roj Sakale – Somnath Chattopadhyay
কৃত্তিবাস নবপর্যায় - রোজ সকালে - সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

এরপর স্বাক্ষরিত হল সন্ধি চুক্তি
এবার আমি মনের পুরুষ, এবার আমি
রোজ তোমাকে ভালোবাসব, সন্ধ্যেবেলায়
লং ড্রাইভে নতুন নতুন তৃণভূমি খুঁজতে যাব

নদীপাড়ের মায়াবী আলো ছড়িয়ে দেবো
তোমার মুখে, তুমি যেন আর্ট গ্যালারির
নতুন ছবি, মেঘের ক্ষত সারিয়ে দেব
মুখের লালায়, তোমার আমার সন্ধি হল।

অভিধানের নষ্ট কথা উড়িয়ে দেব মন্ত্রপূত
কথায় জালে ধরে আনব কাদা খোঁচার
ঝরানো পালক, এবার আমি মনের পুরুষ
শরীর জুড়ে এঁকে দেবো লতাপাতা ঊর্ণাজালে

ভালোবাসার চুক্তিপত্রে বড় লাটের
সোনার মোহ লাগিয়ে দেব রোজ সকালে।।

Modern CPM – Bithi Chattopadhyay
কৃত্তিবাস নবপর্যায় - মডার্ন সিপিএম - বীথি চট্টোপাধ্যায়

আমি তারপর বিনয়ের সঙ্গেই
প্রমোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম,
কেমন লাগছে আধুনিক সিপিএম ?
খোলা ব্যাবসার জীবন্ত দরদাম ?
উনি হাহা করে প্রাণ খুলে হাসলেন
বললেন, তুমি এটাও জানো না বুঝি ?
বামপন্থীরা নিজেদের সম্পর্কে
অপরকে কিছু জানায় না সোজাসুজি।
যাইহোক তুমি বলছো যখন শোনো
বুদ্ধ তো বেশ ভালোই করছে সব,
শিল্পী, কবিরা আমাদের হয়ে গেছে
সত্যি কথাটা আসলে কি তা জানো ?
আমি ভাবিনি যে তিরিশ বছর পাবো;
জানলে আমিও ভেলকি দেখিয়ে দিতাম
বলতাম সোজা ওয়াশিংটন যাব।
চুরুটে একটা টান দিয়ে থামলেন
সিপিএম হল শিল্পী- কবির জাত,
ছেঁড়া পাঞ্জাবী টকটকে ব্রা' কে
ক্যারি করা হল আমাদের জলভাত।
আমেরিকান নিয়ে কমপ্লে' কেটে গেছে
টাটা - বিড়লাও শ্রেণিবন্ধুর মতো,
পার্লামেন্টে কোথাও শুয়োর নেই।
এই সিপিএম ঠিক শিল্পীর মতো।

Gram Sahar – Pinaki Thakur
কৃত্তিবাস নবপর্যায় - গ্রামশহর - পিনাকী ঠাকুর

আবার ফেরে কলেজ স্ট্রিটে সেই মহীনের ঘোড়া
গিটার হাতে বাংলা গানের নগর ফিলোমেল

ফিফ রোববারে হাত -কা - সাফাই, ভানুমতির খেল্
যে ছেলেটা দেখিয়ে যাচ্ছে মনুমেন্টের মাঠে
তার ঠিকানা বাঁকুড়া, শালতোড়া

লাস্ট ট্রামে যায় ইংরেজ - ভূত ডান পা'টা যার কাঠের...

ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটের স্বপ্ন, সস্তা এখন লোন
'কখন তোমার আসবে টেলিফোন' ?

লক্ষ ঘোড়া ছুটছে লোকাল ট্রেনে
বাসের ছাদে গান ধরেছে মেদ্‌নিপুরের ভিড়

দুমকা থেকে কবি আসছেন জেনে
টি ভি চ্যানেল, খবরকাগজ ভোর থেকে অস্থির,
হাওড়া ব্রিজে সই - শিকারীর দল

গ্রাম দিয়ে ফের শহর ঘিরল রঙিন মফস্বল !

Pranayam –Pradip Chandra Basu

কৃত্তিবাস নবপর্যায় - প্রাণায়াম - প্রদীপচন্দ্র বসু

সুখাসনে বসো,
শিরদাঁড়া, ঘাড়, মাথা সোজা রেখে
বন্ধ করো চোখ,
চেপে ধরো ঠোঁট দুটি যাতে না বাতাস ঢোকে
মুখ দিয়ে দেহের ভিতরে,
একই সঙ্গে বন্ধ রাখে নিঃশ্বাসের ক্রিয়া,
অনন্তের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করো
আর, ফুসফুসে ঝাঁকুনি দিয়ে সজোর প্রশ্বাসে
দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও যা কিছু অসুখ।

প্রথম শুরুর আগে
প্রশিক্ষক প্রশ্ন করেছিল,
আমার অসুখ কি?
কোন রাখঢাক না রেখেই অকপটে
দিয়েছি উত্তর-
দীর্ঘদিন সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে
ইচ্ছে করে খুব।

Rater Rian, Ekti Nari Ar Lorarai – Dipankar Dasguptta

কৃত্তিবাস নবপর্যায় - রাতের রাইন , একটি নারী আর লোরেলাই - দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

রাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেই রমণী জ্যোৎস্না দেবে
এখন গাড়ির স্টিয়ারিঙে তারই হাতে চাঁদের চমক
ছুটুক রাইন নদীর সঙ্গে কিনার ঘেঁষেই সমান্তরাল,
সেন্ট গোয়ার -এর পাহাড় জানে আর্তি হয়ে সঙ্গ দেবে।

এখন স্রোতের উলটো কাতে এই যেখানে বাঁ হাতি মোড়
এই টিলাতে হাইনে নিজের চিরন্তনা লোরেলাই - এর
আখর যেদিন লিখেছিলেন সেটাও ছিল বিশ্ববিভোর
রূপালি রাত, আঙুর বাগান পেরিয়ে সে সব বিশ্বজয়ী
সুরের যত পরিভ্রমণ ভেবে নিজেই গান হয়ে যান
লাস্যময়ী, হাস্যময়ী ক্রমশই প্রকাশ্যময়ী।

Krittibas Naba Parjay - Sri - Srijat

কৃত্তিবাস নবপর্যায় - শ্রী - শ্রীজাত

গাছের নীচে ছিল আমার ঘুম
সফেদ চাদর উড়ছিল খুব আস্তে...
আজ তো পাতা ঝরার মরসুম

মাঠের ওপর রোদ বিছিয়ে কারা
অল্প কিছু কথার পর হারিয়ে গেছে ছায়া -য়
দুপুর পথ হারা

আমি তো কাল ছেড়েছিলাম ঘর
এখন দেখি জানালা দিয়ে, আঙুল রেখে আলোয়
সকাল বেলা সন্ধে নামান শ্রী আলি আকবর